দৈনিক সংবাদ

49

তারিখ ... ... MAR. 09.2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার ২৬শে ফাল্গুন ১৪০৬
Dhaka : Thursday 9 March 2000

নকল-সংস্কৃতির কবলে

আমাদের দেশে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রধান মাধ্যম হলো 'নকল'। প্রতি বছর এসএসসি ও
এইচএসসি পরীক্ষার সময় প্রচুর পরিমাণে 'নকল' হয় এবং নকল সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও
প্রতিরোধের উপায় বাতলানো হয়। পরীক্ষা দুটি শেষ হয়ে গেলে পত্রপত্রিকায় এ ব্যাপারে আলোচনায়
ছেদ পড়ে। কিন্তু এদেশে খুব কমসংখ্যক পরীক্ষা আছে যেখানে নকল হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ
থেকে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রমোশন ও চাকরির জন্য পরীক্ষা পর্যন্ত সবখানেই নকল চলে।
ধরা পড়ে, ক্ষেত্রবিশেষে শাস্তিও হয়, কিন্তু খবর হয়ে ওঠে না। আজকাল খুব কম বয়স থেকেই
ছাত্রছাত্রীরা নকলের ট্রেনিং পায় এবং পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বে যারা রয়েছেম তাদের অনেকেই নকল-
সংস্কৃতির মানুষ।

চলতি এসএসসি পরীক্ষায় কি রকম নকল হচ্ছে সে ব্যাপারে গত রোববার শিক্ষামন্ত্রী সংসদীয় স্থায়ী
কমিটিতে বলেন, নকল তেমন হচ্ছে না; বেশি বিক্রির জন্য সংবাদপত্র অতিরঞ্জিত করে খবর ছাপছে।
বেশি বিক্রির জন্য সংবাদ সংগ্রহ করে ছাপানো সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব। যেমন সুস্থ শিক্ষাব্যবস্থা
গড়ে তোলার নেতৃত্ব দেয়া দেশের শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব। তবে কতটা নকল হলে 'তেমন হচ্ছে না' বলা
চলে, তা আপেক্ষিক ব্যাপার।

পত্রপত্রিকায় মন্তব্য করা হচ্ছে, এসএসসি পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব চলছে। প্রতিদিন কত ছাত্র
বহিষ্কার করা হচ্ছে, তার সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে। শিক্ষক (পরিদর্শক) বহিষ্কার, সরকারি কর্মকর্তা-
কর্মচারীদের শাস্তি ও তাৎক্ষণিক বিচারের খবর দেয়া হচ্ছে। প্রায় সোয়া নয় লাখ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায়
অংশগ্রহণ করছে। প্রতিদিন হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কারের খবরে তবুও আঁতকে উঠতে হয়। যে
সব শাস্তি তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া হচ্ছে তার সবগুলোকে 'দৃষ্টান্তমূলক' মনে করে লাভ নেই, কেননা
পরীক্ষায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'অসদুপায় অবলম্বন' অব্যাহত আছে।

এক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, দেখেশুনে মনে হচ্ছে নকল ঠেকানো যাচ্ছে না। গত বছর
ঠেকানো যায়নি, তার আগের কোন বছরেই না। আগের বছরগুলোর তুলনায় এমন নতুন কিছু করা হয়নি
যার জন্য নকল ঠেকানোর আশা করা যেতে পারে। যারা এ ধরনের আশা পোষণ করেন তারা কোন্ স্বর্গে
বাস করেন? পরীক্ষায় নকল করা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অংশ। এ কাজে সবদিক থেকেই সার্বিক
সহযোগিতা পাওয়া যায়। বন্ধুবান্ধব, অভিভাবক, শিক্ষক সবাই এ কাজে মদত যোগান। যারা নকল করে,
তাদের ছোট একটা অংশ ধরা পড়ে। বহিষ্কৃত হয়ে পরের বছর নকল করে পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নেয়।
তবে নকল যারা করে তাদের সবার ভাগ্যে পরীক্ষা পাসের শিকে ছেঁড়ে না। পরীক্ষায় সফলভাবে নকল
করার মধ্যে বোধ হয় এক ধরনের আনন্দও আছে যাকে ইংরেজিতে বলে 'বিটিং দ্য সিস্টেম', সবার
চোখে ধূলি দিয়ে টেক্কা দেয়া। ধরা পড়াটা স্রেফ বোকামির লক্ষণ।

অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলছেন, 'সরকার আন্তরিকভাবে চাইলে নকল রোধ করতে পারতো।'
'সরকার' কার মাধ্যমে নকল প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নেবেন? যাদের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে, তারা সবাই তো
দায়িত্বশীল ব্যক্তি। দেখা যাচ্ছে, তাদের কেউ নকল ঠেকাতে পারছেন না, অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন, নানা
ধরনের চাপের মুখে পড়ছেন। অনেকে আবার নকলে সহযোগিতাও করছেন। সরষের মধ্যে ভূত থাকলে
সরকার কি করতে পারে? নকলের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হলেই শুরু হয় তদবির, নানা ধরনের
প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার। আমাদের সিভিল সোসাইটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই কাজটা করেন।

বেশ কিছুদিন আগে মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের ওপর
একটি আলোচনা সভা কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়। সবাই বলেছেন পরীক্ষায় নকল আমাদের সামাজিক ব্যাধি।
কিন্তু কার্যকর করার মতো বাস্তব কোন দিকনির্দেশনা সেখানে পাওয়া যায়নি।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের বাড়াবাড়ির জন্য এসব পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর
আস্থা কমে গেছে। তবে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে সব স্কুল-কলেজে লেখাপড়া ভাল হয় সে
সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বড় একটা নকল করে না। পরীক্ষায় নকল করে খুব ভাল ফল করা যায় না। তাই
যারা নকল না করে পরীক্ষায় পাস বা ভাল করে তারা অনাস্থার শিকার হয়।

সরকার বর্তমানে যে সব ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ঠেকাতে চেষ্টা করছে, কোন বিকল্প
নেই বলে সেগুলোকে জোরদার করা উচিত।

ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে প্রতিটি স্কুল-কলেজে যেন লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকে।
ছাত্রছাত্রীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যার চাপে বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টাল সামলাতে পারছে না। প্রায় প্রতিটি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের অভাব। যারা আছেন, তারাও প্রাইভেট টিউশনি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। স্কুল-
কলেজে যদি ঠিকমত পড়ানো হতো তা হলে নকলের পরিস্থিতি এত খারাপ হতো না। বিদেশ থেকে ঋণ
নিয়ে উন্নয়ন এবং রাজস্ব বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ সত্ত্বেও তা কেন সম্ভব হচ্ছে না, সে প্রশ্ন করাটাও
বোধহয় পণ্ডশ্রম।